সুলতান মুহম্মদ রাজ্জাক
(Ph.D, Litt.D, K.R.M.B, KNIGHT)

১৯৫৯ সালে বাংলাদেশের পাবনায় একটি সাংস্কৃতিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ৯ বছর বয়স থেকে শিশুশিল্পী হিসাবে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হন। তিনি একাধারে সাংস্কৃতিক সংগঠক, নাট্যকার, কবি, অনুবাদক, সাহিত্য সম্পাদক, আবৃত্তিকার, নাট্য পরিচালক এবং সংস্কৃতি-সম্পর্কিত একাডেমিক উপস্থাপক।

Publication link
https://archive.org/details/@sultanmuhammadrazzak

সুলতান মুহম্মদ রাজ্জাক
কিছু জীবাশ্ম ফুল

কিছু জীবাশ্ম ফুল

সুলতান মুহম্মদ রাজ্জাক

কিছু জীবাশ্ম ফুল
রচনাঃ সুলতান মুহম্মদ রাজ্জাক
ই বুক প্রকাশনাঃ বাংলাদেশ ইবুক সেন্টার
প্রকাশকালঃ আগষ্ট ২০২৪
প্রচ্ছদঃ অলংকরণঃ সুলতান মুহম্মদ রাজ্জাক
প্রচ্ছদের ছবি ইন্টারনেট থেকে নেয়া।
রচনাকালঃ ২০২৪
যোগাযোগঃ fchd.bd@gmail.com
Mobile: +8801712200667

বিনিময় মূল্যঃ ৩০০/

Kisu Jibashmo Ful
By: Sultan Muhammad Razzak
E book publication : August 2024
Published by: Bangladesh eBook Centre
Cover page: Sultan Muhammad Razzak
Cover page picture taken from internet.
Contact: fchd.bd@gmail.com
Mobile: +8801712200667

Price: USD-10/

স্বা গ ত ম

সূচীপত্র

একটি আবেদন

আজ রাতে থার্টি ফার্স্ট
তোমাদের কাছে একটি আবেদন।
আমার প্রিয় ভবিষ্যতের বন্ধুরা-
এই গোলাপ আগে গ্রহণ করুন।
এটা পারস্যের -
আমি জানি তোমরা আলাদিনের গল্প সম্পর্কে
অবগত আছেন
তার সাথে বাতিতে জিনের গল্প তোমরা জানো।
এটি ছিল প্রাচীন পারস্যের রূপকথার গল্প।
আমি আমি একটি কল্পনাপ্রসূত গল্প বলতে চাই
এটি আসলে একটি গল্প নয়, তবে এটি হবে-
এটা আমার হ্যালুসিনেটিভ মনের দিবাস্বপ্ন নয়
আমি দেখছি-
মানুষের ডিএনএ ধারণকারী হাজার হাজার৷
টেস্টটিউব নিয়ে
ড্রোন উড়ছে মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, চাঁদ ইত্যাদি
এবং আরও অনেক গ্রহে!
আর ফসলের ডিএনএ বা বড় গাছ,
প্রাণী, ছত্রাক, ভাইরাস।

ড্রোনে যাতায়াত চলছে।
পৃথিবীর মহাসাগরের অণু।
পিরামিড সহ পাহাড়ি বন
ন্যানো মডেল প্রস্তুত -
দয়া করে ন্যানো তৈরি কর
তাজমহল, প্রেমের প্রতীক
এবং ভুলো না
ভালবাসা, সুখ অন্তর্ভুক্ত করতে
স্নেহ, বেদনা ও বিবেক...
তাদের জন্য অন্তত একটি টেস্ট টিউব বরাদ্দ কর।

একত্রিশ বারো দুই হাজার একুশ

তুমি হয়তো কখনো দেখোনি
উপরের মত একটি কবিতার শিরোনাম.
এটা আমার মনে আসে, যখন...
আমি বঙ্গোপসাগরের তীরে,
সাগরে এখন শান্ত সুন্দর ঢেউ।
এই শান্তিপূর্ণ সময়ে নেই যেখানে কোন
ঝড়ো ঢেউ বা ঘূর্ণিঝড় যাতে প্লাবিত হচ্ছে সমুদ্র তট..
ঠিক এই সময়ে সারা পৃথিবীতে গাছ
হলুদ পাতার মাধ্যমে ঝেরে ফেলে দুঃখগুলোকেও ছ
এবং আগামীর দু সময়ের দিনগুলির আশায়
অঙ্কুরিত হয় ..
এই মুহূর্তে....
আমি একটি সুসংবাদ ঘোষণা করতে চাই
তোমাদের জন্য.. হে বিশ্বের মানুষ
তোমরা সবাই নবজাগরণের অংশ ছিলে
যা শুরু হয়েছে ২০২০ সালে.....
যুদ্ধ করতে করতে মানুষ মারা গেছে এবং শুভ ।
হাজারো উৎসব উদযাপনের সূচনা করেছে....
নতুন প্রজন্মের জন্য উদ্ভাবন, নতুন দর্শন, নতুন ধারণা, কাব্যিক
জীবন কল্পনা করার এবং উপভোগ করার নতুন উপায়...

সুমেরীয়, আসিরীয়দের কাছ থেকে
মানুষের সমস্ত স্বপ্ন, গিলগামেশের গল্প থেকে, মরুভূমি থেকে
হাজার নাইটস আলাদিন
এবং জিনির গল্প বা যারা তোমরা পাহাড়
এবং বরফে বাস করছো,
এবং তোমরা যারা আমাজনীয় অঞ্চলে বাস করছো এবং যারা
সমতল ভূমিতে বসবাস করছেন সবুজ মাঠ এবং এর বাইরে।
এবং তোমরা লিসাকে জানো
যে মঙ্গল গ্রহে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে,
একটি নতুন চমকপ্রদ গল্প শুরু করার জন্য
মঙ্গল গ্রহের জন্য বেড়ে উঠছেন,
নতুন শব্দ, পৌরাণিক কাহিনী এবং রুপকথা তৈরি হতে চলেছে, যে
সময়কে আমি কল্পনাতেও গণনা করতে পারি না।
এবং আজ তোমার হাতে জিনোবট, রোবট কৃত্রিম
বুদ্ধিমত্তার যন্ত্রপাতি রয়েছে...
এবং তোমরা দেখতে পাচ্ছো যে আমরা মহামারীকে
কাটিয়ে উঠছি
এবং তোমরা দেখ আমরা শরীরের বয়স নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছি
এবং দেখ চাঁদ মানুষের জন্য আরেকটি স্টেশন ...
আর দেখ অনেক গ্রহ হয়ে যাচ্ছে
গোলাপ এবং এবং অন্যান্য গাছের অরণ্য পৃথিবীর অন্যান্য প্রাণীর
জন্য...

আমি দুন্দুভি বাজাচ্ছি, আমি মহিষের শিংয়ের হর্ণ বাজাচ্ছি
আমি নতুন এক পতাকা ধরে আছি-
তাদের কিছুই কোন যুদ্ধের জন্য নয়....
আমি হয়তো সেই হ্যামিলনের বাঁশি বাদক
এবং তার শব্দে কাব্যিক শব্দের ইঁদুর দলে দলে পথে
নেমে আসছে-
এই পৃথিবীতে বা অন্য গ্রহের পথে...
এবং আমি শেষ কয়েকটি শব্দ ঘোষণা করছি- আমরা মানবজাতি
ঘাস, গাছ, পর্বত, বৃষ্টি, সাইক্লোন, মরুভূমি, বৃষ্টি, নদী, সমুদ্র, মিষ্টি
এবং নোনতা জল, আগুন, বায়ু এবং প্রতিটি জিনিস যার মধ্যে
আমরা বাস করি এমনকি তারাও

আমাদের মধ্যে বাস করে আমরা যা দেখি এবং অনুভব করি তার
সবকিছু এমন কি আকাশ যা আবিস্কার করেছি এবং যা আবিস্কার
হয়নিদেখ। সব কিছ আমাদের কোষে কোষে এবং আমাদের স্বপ্নে
সজ্জিত আছে।
আশা হারাবেন না...
গতকালের অনুভূতি ভালো ছিল...
আজকের দিনটি আরও ভাল.....
এবং ভবিষ্যত সর্বকালের সেরা....
এই সব সময় মনে রেখ এবং ২০২২ উদযাপন কর!

সাক্ষাৎ

তোমার আর আমার দেখা
সবুজ
অথবা নীল
তুমি হতে আরো রাঙা
আরো সজীব
আরো আনন্দময়
অথবা এমন নীলাভ
যেখানকার দুঃখও উপভোগ্য
বাসন্ত বাতাস যা দেখে শিষ
দিয়ে ওঠে-
ঝরা পাতারও সবুজের
গান গাইতে গাইতে
ঢলে পড়ে মৃত্যুর মুখে!
জানো, আমি যখন স্বপ্ন কল্পদ্রুমে পাহাড়ের পাদদেশে থাকি
পাথর আর শেওলা ঘষে
যে হরিণীর ছবি এঁকেছিলাম-
তা অবিকল-তোমার মত!
সেই চোখ সেই দেহ
শুধু তুমি মানবী ছিলে না...
ছিলে এক সাদা মেঘ
হরিণীর মত।

বোধ

আমি আজকাল বুঝতে পারিনা অনেক কিছু
আমি জিজ্ঞেস করলাম কালোর রং কি?
তুমি বললে পাথর-
আর লালের রং?
তুমি বললে আরো বড় পাথর
আমি জিজ্ঞেস করলে নীলের রং?
তুমি বললে পাথুরে বিশাল পাহাড়-
আমি বললেম হলুদের রঙ?
উত্তর দিলে মরু পর্বত-
আমি জিজ্ঞেস সবুজের রঙ?
তুমি বললে ফেটে যাওয়া পাথুরে পাহাড়
আমি চাতুরী করে জিজ্ঞেস করলেম
বলতো চাঁদের রং কি-
তুমি বললে বালির মত-
আর বাতাসের রঙ
তুমি বললে জোনাকীর
আর নদী-
নদী?
তুমি থেমে গেলে-
ভাবলাম - এইবার তোমাকে আটকে দিয়েছি-
তুমি বললে
নদী
নদী
নদী
নদী কবরের মত!

আমি হতাশ
আচ্ছা তোমার কি গোলাপ চোখে পড়েনা
চোখে পড়েনা জ্যোৎস্না রাত
রাতে গন্ধ পাওনা মাটির
অথবা বৃষ্টি ভেজা মাটি
সমুদ্র সুর্যাস্ত
প্রেম, নারী
অথবা এক বোতল ভদকা
অথবা মহুয়া
হতে পারে সে বুনো গাছের মদিরা ফল
অথবা বড় নাকছাবির
কোন বেদেনী-?
তুমি কি হোমার ফাউস্ট পড়নি?
তুমি কি পড়নি গিলগামেশ
অথবা আরো সব গ্রন্থ-
শোননি- সক্রেটিস এরিস্টটল
অথবা আলেকজান্ডার
অথবা সম্রাট অশোক
আরো আরো কতকিছু
সুমেরিয়ান, এসিরিয়ান
তারপরে আরো কি যেন-
আরো কত কিতাব বগলী
চেঙ্গিস হালাকু.....
ভেজা রাতে চাঁদ-
বাঁশি, সেতার এস্রাজ
তুমি হেসে বললে-
ম্যান ইজ মরটাল মানে
এবং জীবন একেবারেই অর্থহীন।

বৈপরীত্য!

তোমার সাথে
আমার কত বৈপরীত্য!
তুমি বল রাত
আমি বলি দিন
তুমি বল কালো
আমি বলি আলো
তুমি বল ধ্যান
আমি বলি জ্ঞান
তুমি বল দুখ
আমি বলি সুখ
তুমি বল মরণ
আমি বলি জীবন
তুমি বল-
আমি বলি-
তুমি বল-
আমি বল-
তোমার যা ডান
আমার তা বাম
আমি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে
কথা বলছিলাম -
আয়নার তুমি আমাকে বল্লে-
তোমার জিনম সিকোয়েন্স কেমন
বললে নাতো-?

জ্ঞান

আজকে কেউ আমার সাথে নেই,
বুদ্ধপূর্ণিমায়-
সব গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় পার্বণগুলোএকত্রে-
তাই আজ আমি একা
কাহ্ন কালিদাস খৈয়াম শেক্সপিয়ার কেউ
আমার সাথে নেই
পঞ্জিকার এ ঝামেলা আমি জানি
সভ্যতায় সভ্যতায়
চাঁদের সূর্যের মৌসুমি নিয়ে
পঞ্জিকাবর্ষ নিয়ে কোনকালেই ঝামেলা যাবেনা-
আমি বিধ্বস্থ সভ্যতার উপর দিয়ে হাঁটছিলাম
রাত- চাঁদ মাথার উপরে
পায়ের নীচে মধ্যরাতে শীতল বালুকারাশি
এলোমেলো পাথর
আমি জানি এ পাথরগুলো সুমেরিয়ান সভ্যতায়
কোন এক বিশাল প্রাসাদের-
আমি একটা ছোট পাথরে হোঁচট লেগে
প্রচন্ড ব্যথা পেলাম
তখন ভোর- একটি বাঁকানো পাথর-
না- মনেহল- নানান তরল খনিজে
আর বাতাসে অক্সিডাইজের মোটা
প্রলেপে একটি বাতি-
হঠাৎ আলাদীনের রুপকথা ঝিলিক দিয়ে উঠলো

রুপকথার যে পাগল করে দেয়ার ক্ষমতা আছে-
জানতাম না-
হাজার হাজার বছরের পুরোন সুরায় আমি উন্মাদ
আমি আরেক পাথর দিয়ে দিয়ে ঘসছি ঠুকছি
ঘসছি ঠুকছি
ঘসছি ঠুকছি
ঘসছি ঠুকছি
আমার কত অতৃপ্ততা -
আমার কত অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা
আমার তা চাই, চাই, চাই...
ঘসছি ঠুকছি
ঘসছি ঠুকছি
ঘসছি ঠুকছি
হঠাৎ সেই ধূঁয়া- বিশাল দৈত্য
আমার হাতে চিকন ধোঁয়া থেকে আকাশ জুড়ে মুখ-
আমার কান ফাটিয়ে যেন বলল- কি চাই?
আমি তোতলাতে থাকি-
জ্বিন, জ্বিন জ্বিন-
জ্বিন- হা হা করে আকাশ ফটিয়ে হাসলো-
ও সেই রুপকথার- সে তো বহুকাল আগে
মারা গেছে- সে আমার দাদুর দাদুর দাদুর-
আমার মনে হল ও কয়েক হাজার বার
বলল দাদুর দাদুর-
আমি এক ফাঁকে আবগে কাঁপতে কাঁপতে বললাম
তাহলে তাহলে- তুমি কে-
আমি?
আমি?
আমি জ্ঞান
আমার নাম জ্ঞান...

পরিচয়হীন

দেখ,
আজকাল কেউ কেউ প্রশ্ন করে থাকে -
তুমি কোথাকার?
এ প্রশ্ন অসংগত নয়-
কারণ পৃথিবী ভাগ হয়ে গেছে
নানান সীমানায়
বর্ণ, অর্থনীতি, ভৌগলিক আয়তন দিয়ে-
কিছু নিয়ম আইন বানিয়েছি; তা দিয়ে-
দখলদারি নিয়ে-
কামান গোলা দিয়ে
আবার কেউ আদর্শের গীতালি সুরে!
ব্যাংক ব্যালেন্স দিয়ে- ইত্যাদি
যত পথে যত মতে....
কিছু আছে ডিএনএ আর এন এ'র সম্পর্কে বাঁধা
হয়তো আরো কিছু ভবীষৎকাল এমনি করেই চলবে-
দেখ চলে কিনা?
এগুলো এখন ভাঙতে শুরু করেছে-
ধর একজন মানুষ হারিয়ে গেছে
সে রাস্তায় থাকে
নিজের পরিচয় ভুলে গেছে
এবং যাদের বংশ ধারায় সে ছিল
অথবা তার বংশধারায় যারা আছে
তারা আর কেউ তাদের পরিচয় নিয়ে ভাবে না।

মানুষের ডিএনএ যখন সংখ্যায় বিভাজিত হবে
এবং গুগোলের চলমান ভূগোলের তালিকাকৃত হবে
বল কি পরিচয় তখন হবে?
বর্ণ, গোত্র, অর্থনীতি, সমাজ ভাষা
কিসের মানদন্ডে তার পরিচয় নির্ধারিত হবে- বল?
আমারতো মনেহয়
অক্ষাংশ আর দ্রাঘিমাংশ ছাড়া
আমি আর ভাবতে পারিনা-
এমন তো হতেই পারে আমার অস্তিত্ব
ডিজিটাল অক্ষাংশের কত রেডিয়াসে এটাই
আমার পরিচয়-
আমার আজগুবি চিন্তা
আমার বিনিদ্র রাতের জন্য-
মনেহয় ভাবনাগত হিসাবে
বহুদিন আমি পরিচয়হীন
বহুদিন ধরে....
আজো পরিচয়হীন..

নদী

সমুদ্রের জল
রাখলো না আমার পায়ের ছাপ
আমার নৌকা
জল দু ভাগ করে পথ তৈরী করে এলো দ্বীপে-
সমুদ্র সে পথ মুছে দিল নিমেষেই!
আমি বলি কেন?
কেন তুমি মুছে দাও পথ?
যদি কোন নক্ষত্র কোন নিশুতি রাতে
আমাকে খুঁজতে আসে এই পথে
বল কি জবাব দিবে তাকে?
বলে যাও হে প্রিয় নদী?
আমি বলি- আমি নদী, কি করে বল?
ছল ছল করে ওঠে সমুদ্রের জল
ডলফিনের ঝাঁক দ্রুত বেগে চলে যায়
অস্তগামী সূর্য তাকায় না ফিরে-
এলব্রাটস পাখা ঝাপটায়- দীর্ঘ শ্বাস হাওয়ায়-
সমুদ্র বলে হে প্রিয় নদী-
পাহাড় থেকে নেমে কত পথ পাড়ি দিলে
মাঠ ঘাট ভেঙে সমুদ্র অবগাহনে
কেন তবে চাও ফিরে পিছে
কেন তবে চাও বল ফেলে আসা পথে
কেন তবে সাধ জাগে পিছু ফিরে দেখা-
কেন খোঁজ পায়ের চিহ্ন
এ কেমন বল ভালোবাসা!

রুপকথা

তোমরা অদ্ভুত চিন্তায় ডুবে থাকো!
তোমরা বল একদা একদল মানুষ ছিল,
পৃথিবীর কোন এক বয়সে ছিল তারা।
তারা আজকের মানুষের মত নয়-
নিরীহ প্রকৃতির সন্তান
ফলমুলে অতি সাধারণ জীবনধারণ!
তারা ঘাসফুল দেখে কবি হয়ে যেত
তারা নদী দেখে কবি হয়ে যেত
তারা মেঘ দেখে কবি হয়ে যেত
তারা আকাশ দেখে কবি হয়ে যেত
তারা সাগর দেখে কবি হয়ে যেত
তারা রাত দেখে কবি হয়ে যেত
তারা জ্যোৎস্না দেখে কবি হয়ে যেত
তারা বৃষ্টি দেখে কবি হয়ে যেত
তারা ভাবতো এক অদ্ভূত গোলাপ
যার ঘ্রাণের নাম ভালোবাসা
এবং শ্বাস আর প্রশ্বাসের নিয়ত যে প্রেম
তার নাম জীবন!
জীবনের সবখানে শুধু ছিল সুর
তারা ছিল রুপকথার মানুষের দল।
হিংসা দ্বন্দ যুদ্ধবিহীন
কাব্যিক মানুষের দল!

আয়না

মরুতে,
পাহাড়ের ছায়ায় পথে একাকী আমি
আমার জানা নেই কোন গন্তব্য!
বোহেমিয়ান মন জানে - কোথায় থেমে যায়
এই রক্ত মাংসের জীবন-
আর মনের পরাধীনতার গল্প আমরা সবাই জানি
দেহের ভুগোল থেকে মনের স্বাধীনতা আজও মেলেনি।
লড়াই ছিল, লড়াই আছে, লড়াই চলবে!
একটি মরুদ্যান পেলাম-
পাশের ঝোপে ঝিলিক দিল কিছু
আমার হাতের তালুর সমান একখন্ড মসৃণ পাথর
এত মসৃন যে আমার আবছা ছবি দেখা যায়
আমি মরুদ্যানের জলে ভিজালাম-
আমি তাকালাম- ঝকঝকে আয়নায়-
কি আশ্চর্য -!
আমি কি বুনো মানুষ হয়ে গেছি?
কেন-কখন- কিভাবে?

দুঃস্বপ্নের রাত

কাহ্ন চুপ থাকে অনেকক্ষণ,
আমিও চুপ!
কাহ্ন জিজ্ঞেস করলো,
তোমার সারারাত কেমন ছিল?
আমি বলি-
মিঠে কড়া অম্ল মধুর!
কখনো মেঘলা,
কখনো জ্যোৎস্না,
কখনো নির্ঘুম,
কখনো ঘুম,
কখনো মধু স্বপ্ন,
কখনো দুঃস্বপ্ন,
কখনো প্রিয়া ছিল পাশে,
কখনো দূরে,
কখনো নিঃশ্বাসে পেয়েছি গোলাপের ঘ্রাণ,
কখনো শুধুই নিরেট বারুদের ঘ্রাণ;
এইতো এই সব নিয়েই আমার সারারাত!
কাহ্ন বলে
কোন মানবিকতার কবিতা
শোন নাই?
হৃদয় শোনায় নি-
জ্যোৎস্নার বানে ভাসা কোন পঙক্তি মালা?

আমি বলি-
নিমজ্জিত পারিনি হতে,
জ্যোৎস্নায় ভাসা কোন পঙক্তি মালায়,
দুঃখের দুচোখ নির্ঘুম আমাকে কাঁদায়!
কতকাল মানুষেরা আয়নায় দেখে নাই মুখ,
পাথুরে হয়ে গেছে ভালোবাসার বুক,
কবিতা পড়েনা তাদের শক্ত চিবুক,
কলম ছেড়ে হাতে নিয়েছে বন্দুক!
রাতের আকাশে বোমারু বিমান
নিরীহ কবির স্বপ্ন ভেঙে খান খান!

কলম

১.
সন্যাসীদের সাথে থাকা আসলেই কষ্টকর;
আমি কাহ্নর কথা বলছি-
ও যখন কথা বলতো না আমার সাথে,
অথচ বুঝতে পারতাম, ওর আশেপাশেই আমি থাকি,
তখন আমি ওকে 'অদেখা' বলে ডাকতাম!
এখন ও দয়া করে দেখা দেয়- কথাও বলে।
আজ জ্যোৎস্নায় ধ্যান ভেঙেই কাহ্ন,
নদীর পাড় ধরে হাঁটা শুরু করলো-
আমি বলি কোথায় যাও?
ও বলে- কে যেন ডাকছে-
আমি জানি ওকে নিশি ডাকে-
প্রায়ই আমার মা-বাবা আমাকে উদ্ধার করতো
আমি ছেলেবেলায় নিশি পাওয়া ছিলাম!
আমি পিছে পিছে যাই,
ও যেতে যেতে এক জায়গায় থেমে গেল;
মাটি থেকে কুড়ে নিল একটি পাখির পালক!
হয়তো বিশাল কোন বুনো হাঁসের-
কাহ্ন দু'আঙুলে ধরে,
হাত বাড়ালো জ্যোৎস্নার দিকে-বল্ল-
কলম-
আমি চাঁদের উল্টো দিকে দেখলাম-
পাখির পালকের এক বিশাল কলম!

২.
কেন যেন আমি চিৎকার করে বললাম
কাহ্ন,
কলমের প্রতি আমার বিশাল অভিযোগ আছে
চিরকাল কলম দালালী করেছে,
খুনি যুদ্ধবাজদের...
ইতিহাস লিখে গেছে, লিখে যায় এবং লিখে যাবে-
খুনি আর যুদ্ধবাজদের পক্ষে-
৩.
আমার চিৎকার এবং প্রতিবাদ
শুধু আমিই শুনলাম...

গোলাপগন্ধি

কাহ্ন, আমাকে জিজ্ঞেস করে,
এ নদীর নাম জানো?
না, তবে নাম যদি হয় জ্যোৎস্নাবহা
অথবা গোলাপগন্ধি;
অবাক হবো না তাতে!
কাহ্ন বলে, এ নদীর নাম রুপোসী- তবে হতে পারে,
গোলাপ গন্ধি নদী!
ঐ যে দেখ সময়ের পথে,
ঐ নির্মেদ পাথুরে পাহাড়ের গায়ে
শিশিরের জল জমে জমে
রুপালী জ্যোৎস্না মিলে মিশে বয়ে যায়-
প্রেম, জ্যোৎস্না আর মায়াবী শব্দ
এর প্রতি জলকণায়-
আমি বলি- কাহ্ন, আমি বিমোহিত;
কাহ্ন হেসে বলে বেশ বেশ-
চল হাঁটি এ মায়াবী নদীর কাজলরেখা ধরে!
যেতে যেতে দেখি চাঁদ জেগে আছে আকাশে,
ডুবে গেছে জ্যোৎস্নার আলো,
গোলাপগন্ধি নদী যেন দূর্গন্ধের জলা,
কখন যে বদলে গেছে কোন রাতের প্রহরে!
জ্যোৎস্নার-
প্রায় মুছে যাও সাঁকো ধরে কাহ্ন মুছে গেল,
আমি পড়ে থাকি দূর্গন্ধি-
মরা এক নদীর পাড়ে-
সেখানে দেখি-
ভাঙা দুমড়ানো সাইনবোর্ডে লেখা
নদীর নামঃ গোলাপগন্ধি

মাছ

গত সন্ধ্যায়,
এক সরবোরের ঘাটে,
স্বচ্ছ নীলাভ জল কালচে রুপার মত;
এখানে বৃক্ষরা পাতা মুড়িয়ে নিদ্রায়;
স্বপ্ন দেখে কিনা জানিনা!
আমি জলে তাকাই-
কালচে জলে আমার ছায়া
আমি ভাবি নার্সিসাসে পেয়ে বসল নাকি?
না, একটি বিশাল মাছের ছায়া
ঠোঁট বের করে বল্ল- কেমন আছো?
আমি বিস্মিত- তুমি আমাকে চেনো নাকি?
চিনবো না কেন কাকুনুস-?
তুমি সেই কথক পাখি; আমাদের রুপকথায়!
তুমিও কাকুনুস একদা ছিলে এক মাছ-
আকাশের ভালোবাসায় হয়ে গেলে পাখি-
আমি রয়ে গেলাম জলে- জলের ভালোবাসায়-
ও মাছের চোখ দু'টো ঠিক আমার মত,
পেয়ালায় ভেসে থাকা রঙিন মার্বেল;
এক চোখে তৃষ্ণা আরেক চোখে বিস্ময়,
আমি বলি- বল ভালোবাসা কি?
ভালোবাসা- একটি ক্ষুধার নাম!
আমি বলি ঘুমাও না তুমি?
হ্যাঁ, ঘুমাই... এখনো ঘুমাচ্ছি-
আর তোমাকে স্বপ্নে দেখছি..
আর আমি?
তুমিও স্বপ্নে...!

লুম্বিনীর চাঁদ

পূর্ণিমার চাঁদ সব খানেই ওঠে
পৃথিবীর সবখানেই সব দেশে
তবু কেন একটি পূর্ণিমার চাঁদের
নাম হলো বুদ্ধপূর্ণিমা?
কাহ্ন, তুমি কি জানো-কেন?
তুমি মনেহয় বাগানের ফুল দেখে ভাবো,
আহা, কি সুন্দর বাগান!
তুমি তারা ভরা আকাশ দেখে ভাবো,
আহা, কি সুন্দর আকাশ!
তুমি ঢেউ দেখ ভাবো,
আহা, কি সুন্দর সমুদ্র!
তুমি মরু দেখেও বল,
আহা, কি সুন্দর।
এমন কি বসন্তে-
যখন প্রকৃতি সেজে ওঠে ফুলে ফুলে,
কি সুন্দর!
অথচ কোনদিন ভাবো নাই-দেখ নাই,
বাগানের মধ্যে সেরা এক ফুল ফোটে,
আকাশেও থাকে সেরা জ্বলজ্বলে একটি নক্ষত্র,
সমদ্রের অগুণতি ঢেউয়ে থাকে সেরা একটি ঢেউ,
অথবা মরুর মধ্য কোন একটি বৃক্ষ অথবা গুল্ম
আজও বুকে ধরে আছে
টেথিস সমুদ্রের স্মৃতি -
মানুষ শুধু স্মৃতি তৈরি করে
আর সেই স্মৃতি নিয়ে দিন হেঁটে যায় অনাগতে দিকে!

হ্যাঁ, যা বলেছিলে,
লক্ষকোটি পূর্ণিমার মাঝে
কেন এক বুদ্ধপূর্ণিমা?
কোন এক পূর্ণিমা ডেকেছিল সিদ্ধার্থকে-
ঘর ছাড়ো বাছা, মানুষের ঘর গড়ে দাও!
আমি কাহ্নকে জিজ্ঞে করি
মানুষের কি ঘর নেই-?
কাহ্ন বলে,
দেহ সর্বস্ব মানুষেরা আবিস্কার করেছে ঘর
বহু বহু আগে-
আর মানুষের মন?
আজো ঘর ছাড়া- বল তোমার মনের কি আছে কোন ঘর?
আমি বলি- না!
কাহ্ন বলে,
আজো লুম্বিনীর চাঁদ ডেকে বলে
এসো... বেড়িয়ে এসো মানুষেরা,
এই রাতে-
মানুষের মনের ঘর গড়ে দাও...
এই হল লুম্বিনীর চাঁদ!

নির্ঘুম

পুর্নিমায় এক দুধেল সরোবরের তীরে
কাহ্নু আর আমি বসে
সে বিড়বিড় করে বলে
ন মন স্থিত কোন কমল বনে
ন মন স্থিত কোন রমণী আঁচলে
ন মন আছে কোন ঠাঁই
ন মন আছে কোন সাঁই
মানুষের মন সে তো একাকী ঈশ্বর
ন কোন মৃত্তিকা তবু সে উর্বর
একাকী আপন বনে
একাকী ধ্যানে থাকে সে মগন!
আমি বলি
সাধু,
নির্ঘুম সম্পর্কে কিছু বল
কাহ্নু বলে-নির্ঘুম!
নির্ঘুমের পৃথিবী কত বড় জানো?
নির্ঘুমের স্বপ্ন কত বড় জানো?
নির্ঘুমের প্রেম কত বড় জানো?
নির্ঘুমের গান কত সুরের জানো?
নির্ঘুমের বিষাদ কত বড় জানো?
নির্ঘুমের গল্প কবিতা কত বড় জানো?
নির্ঘুমের রাত্রির রঙ কত জানো?
নির্ঘুমের প্রাণ কত জানো?
সীমাহীন
অপলক
অব্যক্ত রঙিন
সীমাহীন আকাশে
নক্ষত্রের স্বপ্ন ভাসমান

হাতের তালুতে জীবন রেখায়
যার নেইতো নাগাল!

আমি ভাবি- অসীমকে ভাবি সীমা দিয়ে
তাই দুঃখ প্রেম বিষাদের ফুল নিয়ে
ফুটে আছি বিষ বৃক্ষ হয়ে!

তোমাকেও মনে পড়ে জ্যোৎস্নায়
লবঙ্গ নারী
দুধেলা ছায়াপথে হয়েছিল দেখা
যে প্রেম পত্র দিয়েছিলাম ভালোবাসি লিখে
সুবর্ণ পঞ্চকলি পায়ে
কবেই যে হয়েছে দলিত পায়ে- কে জানে?
পথের ছেঁড়াখোরা কাগজের ভীড়ে
আজও হয়তো পড়ে আছে,
নিভে গেছে জ্যোৎস্নার লেখা!
আর নিভে গেছে চাঁদ
মাছের মৃত চোখে
দিয়ে গেছে নির্ঘুম রাত!

ভুল

কাঁচা মাটির ট্যাবলেট সামনে রেখে,
কিলক কাঠি নিয়ে,
বসেছিলাম একটি পত্র লিখবো বলে-
হ্যাঁ, তোমাকে!
প্রথমেই তিনটি শব্দ লিখে ফেলেছি-
সম্ভাষণ ছাড়াই...
সাঁঝ গগণের চাঁদ আমার ছায়া লিখেছে
সুমেরীয় উপত্যকায়-
তারপর ঝড়ে প্যাপিরাসের লক্ষকোটি পাতা
আমাকে নিমজ্জিত করে চলে গেল!
আমার ছায়া ছোট হয়ে আসে
পাথর কাটা ছেনি হাতুড়ি
আমি হায়ারোগ্লিফিক্সে লিখলাম
আবার সেই ভুল!
সম্ভাষণ ছাড়া মাত্র তিনটি শব্দ!
হ্যাঁ, তোমাকেই লিখেছিলাম!
চাঁদ উঠে গেল মাথার উপর,
আমার ছায়া আরো আরো ছোট,
মধ্যরাতে বালি ঝড়-
বাতাসে ঝড়ে ভাসা সিলিকায়-
মিশরীয় উপত্যকা যেন বিশাল এক
ধবধবে সাদা কাগজ -
পাশে নীলনদে আমার কলম চুবিয়ে নিলাম,
সাদা কাগজে জ্যোৎস্নায় লিখলাম আবার-
আহ!

আবার সেই ভুল!
লিখিনি কোন সম্ভাষণ!
লিখেছি শুধু সেই তিনটি শব্দ-
হ্যাঁ, তোমাকেই!
শেষরাতে,
আমার ছায়া পুর্ব দিগন্তে হারিয়ে যাচ্ছে,
আর শান্ত শেষ রাত!
আমার হাতে কলম নেই
কালির সমুদ্র পড়ে আছে
ফুরিয়ে গেছে কলম!
আমার দু'হাত ভরা আকাশ,
অজস্র তারায় কত লেখা,
আবার পত্র লিখতে বসেছি-
কি লিখবো ভাবতে ভাবতেই লিখে ফেলেছি
ঐ তিনটি-
সম্ভাষণ ছাড়া!

মক্ষিকা

বাঁশী ফেলেচলে যাবো,
যদি চাঁদ ডুবে যায় রাতে;
নিশিবহা নদী যে-
থাকে কি ছন্দ তার প্রাতে!
না আসিবো আর ও ফুলবন,
দেখিবো দূর থেকে
কেমনে কাঁদিয়া তোর ফুল ঝরে!

পিতা

আমি যখন তাঁর কথা ভাবি,
আমি একজন মানুষকে দেখি
দীর্ঘাকার একজন যাঁর মাথা ছুঁয়ে থাকে আকাশ!
সেখানে মায়াবী মেঘ আর জোস্নার রাত।
সে বলে আকাশের সব তারা তোমার জন্য
আর চাঁদনী রাত আমি বুক ভরে রেখেছি
তুমি বড় হতে হতে যত প্রশ্ন করবে
তার একে একে আমি উত্তর দেবো।
আমি যখন আমার পিতার কথা ভাবি
আমি একটি দীর্ঘ নদী দেখি
যা যমুনা পদ্মা ধরে, টাইগ্রিস, ইউফ্রেটিস হয়ে
আমাজনের বুক বয়ে অসংখ্য নালা খালে
প্রশান্ত আরও সমুদ্রে বয়ে গেছে পৃথিবী জুড়ে-
আমার ছোট হাত ধরে সে বলতো
তুমি বড় হতে হতে যত প্রশ্ন করবে
একে একে আমি তার উওর দেবো!
আমি যখন পিতার কথা ভাবি
আমি এক ফুল পাখী পাতাদের ছবি দেখি
যা সে এঁকেছিল সুবাস আর আর সুরলয় দিয়ে
যেখানে বৃষ্টি আর মাটি কোন এক প্রশ্ন পেলে
সুর আর লয়ে হঠাৎ বিস্ফোরিত হয়ে
ঘটে যেত অংকুরোদগম

সে বলতো আমি যখন থাকবো না তোমার
এ গাছ বড় হতে হতে রুপকথা হয়ে যাবে
আর বলবে আমার আমার সব স্বপ্নের কথা
যা তোমাকে নিয়ে আমি ভেবেছি-
মনে রেখ প্রিয় সন্তান আমার আমি রেখে যাবো
অনেক জোনাকি, ফুল পাখি ঘাস আর প্রাণের সুবাস
আর এক শুকতারা
আর এক স্বপ্নের পথ!

অক্টোপাস

যে তপ্ত মরুপথে হাঁটে
সেই তো জানে খরতাপ কি?
আরো ভালো জানে জলজ অক্টোপাস!
তুমি পথের মাঝে দিলে
আমার দু'হাত ভরে প্রশান্ত সাগর
আমি ধরে রাখি সেই নোনাজল
আমার আঁখি হয়ে গেল তাতে নদী!
আমিও কেমন যেন
দু'হাত ভরা নোনাজলের ভিতর
অক্টোপাস হয়ে ঘুরি শত শোষণতন্ত্রে
অবাধ্য ক্ষুধার যন্ত্রণা নিয়ে।
তুমিও কেমন যেন
শেওলায় রাত নেমে এলে
অপূর্ব বিমুগ্ধ চাঁদ হয়ে যাও!
জ্যোৎস্নার ঝড় হয়ে বয়ে যাও
লেগে থাকে আমার অবিন্যস্ত চুলে-
বুকভরা ঝড় যার
সেই জানে ধ্বংস কাকে বলে!
আরো ভালো জানে
টেথিস সাগর যখন
শুকে গিয়ে হয় সাহারা!

আমিও কেমন যেন
জল নেই, মাটি নেই, রোদ নেই
তবুও অন্ধকারে
ফুল হয়ে ফুটি
কুয়াশার জলে ভিজে থাকি
রঙ নেই, তুলি নেই, নেই ক্যানভাস
তাও যেন বান ভাসি আঁকি।
তুমিও কেমন যেন জলভাঙা নদী
অলিন্দের বাগানে গীতল পাখি
সুবাসের চাঁদতারা ছুঁড়ে ফেল
অক্টোপাসের শুঁড়ের ভিতর
আমার অঞ্জলীতে প্রশান্ত সাগর
আর কেশ ভরা ঝড়
মৃত এক চাঁদ ঝুলে থাকে আকাশের গায়
আর তারাগুলো নেভে আর জ্বলে
তবুও অক্টোপাসের শুঁড়ের ভিতর
ক্ষুধার বিষফুল ফুটে ফুটে
নোনাজলের কুয়াশায়
ডুবে থাকে
কিসের আশায়!

পরিযায়ী

এক পরিযায়ী পাখীর দল,
শীতের প্রারম্ভে,
কুয়াশাভেজা রাতে -
পালকের পাল তুলে ভেসে যাচ্ছে!
আমি তখন বিনিদ্র অলিন্দে বসে;
টবের বেলীফুল সুবাসের গান গায়।
আমি জানিনা ওরা কোথায় যায়,
উত্তর গোলার্ধ থেকে দক্ষিণে-
না কি দক্ষিণ থেকে উত্তরে!
আমি জানি,
তীরের ফলা নঁকশায়
ওরা উড়ছে-
আর কোন এক তাগড়া পাখি
হই হই করে উদ্দীপ্ত সুর তুলে যায়
আর অন্য পাখীরা হই হই সুর তুলে
পালকের পাখ ঝাপ্টে চলে-
আমার মনে হলো,
পাখিদের সারির মাঝে-
আমিও এক পরিযায়ী পাখী!
ঢলে গেছে আমার যৌবনের চাঁদ,
পালকে মুছে গেছে রোদ!

আমিও ছিলাম এ সারির তীরবিন্দু
কোন একদিন-
হায়!
ঝড়ও থেমে হয় মন্দা বাতাস
ঝরা পাতায় ভেঙে যায় গতি!
আমি কান পেতে পরিযায়ী পাখিদের
হই হই শুনি;
পালকের দেউটি নিভে যায় একে একে
বেঁচে থাকে উড়ালের সাধ।

রাতের উপাখ্যান

গত রাতে,
এক অদ্ভূত অনুভবে ছিলাম,
এক গ্লাস পানি খেতে খেতে,
মনে হল,
পুরো প্রশান্ত মহাসাগর
পান করে ফেললাম!
গত রাতে,
এক অদ্ভূত অনুভবে ছিলাম,
এক গ্লাস পানি খেতে খেতে,
মনে হল,
আমি আকাশের সব মেঘ,
পান করে ফেললাম!
গত রাতে,
এক অদ্ভূত অনুভবে ছিলাম,
এক গ্লাস পানি খেতে খেতে,
মনে হল,
রাতের পূর্ণিমার সব আলো,
পান করে ফেললাম!
গত রাতে,
এক অদ্ভূত অনুভবে ছিলাম,
এক গ্লাস পানি খেতে খেতে,
মনে হল,
পৃথিবীর মেরুর সব বরফ,
পান করে ফেললাম!

গত রাতে,
এক অদ্ভূত অনুভবে ছিলাম,
যে মেঘ তোমার মুখে,
যে সাগর তোমার চোখে,
যে শীতলতা তোমার অবয়বে,
সব যেন সেই কবে থেকে,
আলোকিত মুগ্ধ জ্যোৎস্নায়,
অনাবিল আনন্দ উপাখ্যান!
রাতের জানালা ধরে-
আমি শুধু দেখি!

ভয়

১.
একা,
খুব ভয় পেতে ইচ্ছে করতো,
খুব ভয় পেতে ইচ্ছে করতো বলে,
জানালা ধরে অনেকদিন,
জ্যোৎস্নায় তাকিয়ে থেকেছি,
মনকে বলতাম আমাবস্যায় ডুবে যাও,
ঘুমিয়ে পড়ার আগে,
দু'চোখকে বলতাম,
প্রচন্ড ভয়ের স্বপ্ন দেখ,
এত ভয়ের স্বপ্ন,
যাতে ঘুম ভেঙে যায়
চিৎকার করতে করতে !
আমি প্রচন্ড বজ্রপাত শুনতে ভালোবাসি,
প্রচন্ড ঝড় দেখতে ভালোবাসি,
জাহাজের মাস্তুল ভাসিয়ে দেয়া,
সামুদ্রিক ঢেউ দেখতে আমার ভালো লাগে!
আমি ভয় পাওয়ার জন্য-
আফ্রিকার সাভানায়,
ন্যাশনাল জিওগ্রাফির সিংহের,
জিরাফ শিকারের চলচ্চিত্র দেখেছি!
আমার মনে হয়েছে,
শিকার আর শিকারীর ভয়হীন খেলা,
একজন জয়ী হতে হতে মরে যায়,
আরেকজন মরতে মরতে জয়ী হয়ে যায়।
এ এক ভয়হীন খেলা।
থাক সাভানার নৈমিত্তিকতা।

২.
কি করে বোঝাই তোমাকে,
আমার ভয়ের ধারণা বদলে গেছে,
গোলাপের পাপড়ি ভরা মন নিয়ে,
তোমার মুখোমুখি বসে থাকা-
সুরেলা গানগুলো ঘুমুতে ঘুমুতে-
স্মৃতির জানালা দিয়ে-
নিশিথের স্বপ্ন পাখি হয়ে ওড়ে!
আঙুলের ডগায় কত কবিতা জমে আছে,
আর কৃতজ্ঞতায় চেয়ে থাকি-
অদ্ভূত পরীর চোখে-
যে আমাকে আগলে রাখে বিশাল পাখায়!
কোন রাতের ভয় নয়,
কোন জ্যোৎস্নার ভয় নয়,
কোন তুফানের ভয় নয়,
নয় কোন রুপকথার ভয়,
আমার ভয় তোমার পরীর মত চোখ!

সন্তানেরা

তোমরা কি জানো,
পিতামাতার কাছে-
তোমরা দেবদূত?
তোমরা কি জানো,
জলে স্থলে আকাশে,
এমন কোথাও কিছু নেই-
তোমরা যেমন- পিতামাতার কাছে!
আমরা গুহাযুগের আগে থেকে বলছি,
আমাদের বোধ উন্মেষের আগে থেকে বলছি,
তোমাদের নিয়ে আমাদের উচ্ছ্বাস,
ভাষা হয়ে গেছে, সুর হয়ে গেছে, কথা হয়ে গেছে।
যখন সূর্যের কোন নাম ছিল না,
যখন..ছিল না চাঁদের কোন নাম,
যখন সমুদ্রের কোন নাম ছিল না,
ছিল না যখন বৃক্ষের নাম,
না ছিল বৃষ্টির নাম,
না ছিল মেঘের নাম,
সেই যুগ থেকে বলছি,
আজ পর্যন্ত -
পিতামাতার কাছে
হে সন্তানেরা
তোমরা দেবদূত!
তোমরা কি জানো,
জলে স্থলে আকাশে
এমন মমতার কিছুই কোথাও নেই-
তোমরা যেমন!

তোমাদের বুকে নিয়, উচ্ছ্বসিত আনন্দে
পৃথিবীর সব কিছুর নাম দিয়েছি আমরা,
তোমাদের নামে- সুর্য, তারা, চাঁদ, বৃষ্টি
আরো কত...
যখন তোমরা মায়ের গর্ভে অন্ধকারে,
তখন আমরা আলোতে রুপকথা বুনি,
আর জন্মের পরে,
তোমাদের ছোট ছোট পায়ে, হাতে মুখে, সারা শরীরে,
লিখে দেই আকাশের গল্প,
নক্ষত্রের কবিতা,
সমুদ্রের ঝড় জয় করা এক সাহসী নাবিকের স্বপ্ন!
আমরা এক অব্যক্ত ভাষায়,
আমাদের সব ব্যর্থতার কথা বলে যাই,
আমাদের দীর্ঘশ্বাসের ছায়াপথ এঁকে যাই!
তোমাদের চোখের ভিতর রেখে দেই,
আমাদের গোপন নোনা সমুদ্র,
আমাদের চাঁদনী রাত-
মনের বাগেনের সব গোলাপের সুবাস,
তোমাদের মনন ভূমিতে রোপন করে নিঃস্ব হয়ে যাই।
ছোট ছোট পায়ে যখন হাঁটতে,
আমরা কি শংকায়-
আমরা কি আনন্দে-
তাকিয়ে দেখি-
হাঁটতে হাঁটতে পড়ে যাও,
পড়তে পড়তে হেঁটে যাও-!

তোমাদের গতিবেগ বাড়ে-
দেহের ঋজুতাকে জয় করে-
কি অদ্ভুত দৃঢ়চেতা পদক্ষেপ-
হেঁটে যাও।
আর আমরা জানি,
তোমাদের পা পথ চিনে যায়,
সে পথ ধরে ক্রমাগত দূর দূরের-
ছায়াপথ থেকে বিশাল আকাশে
নক্ষত্রের দিকে হেঁটে যাও-
আমাদের স্বপ্নের পান্ডুলিপি
আরো ঋদ্ধ হয়ে ওঠে তোমাদের
প্রতি পদক্ষেপে -
আর আমরা সুখ আর দীর্ঘশ্বাস নিয়ে
তোমাদের দেখি
আর আমদের বয়সের সাথে হাঁটি...

অবিমৃষ্য

ক্রুশ কাঁধে নিয়ে
বৃক্ষ চাঁদ নদী আর আমি
একটি বিরান রাত্রি খুঁজি!
ছিল সাথে মৌমছি
আর কিছু ফুল
ছিল এক কালো মেঘ সাথে
অজস্র বৃষ্টি ভেজা এক ফাল্গুন!
কোন এক বিরান রাত্রি খুঁজি
পাহাড়ের পাদদেশে
পাথরেরা পড়ে আছে
অনাদিকাল থেকে
যেখানের বাতাস শুধু কাঁদে
যেখানে নেই কোন
বগলে কেতাব নিয়ে হিংস্র মানুষ!
যেখানে এপিটাফ
থেমে থাকে
আমাদের পায়ের চিহ্ন
আর কিছু বুনোফুল!
তুমিও থেমে যাবে
যেখানে আমাদের
পায়ের চিহ্ন শেষ
এবং বলবে-
অবিমৃষ্য
আর ফিরে যাবে!

তোমরা তো জানো
কাহ্ন, আমার সেই বন্ধু
নবম শতকের বিখ্যাত বঙ্গাল কবি!
ওর সাথে কাল রাতে
কল্পদ্রুম বনে দেখা করেছিলাম
ও ধ্যানীযোগী-
আমি বললাম কাহ্ন,
আমাকে ভবিষ্যত সম্পর্কে কিছু বল
ও আমাকে জিজ্ঞেস করে
গত তিনদিন আগে কি স্বপ্ন দেখলে?
আমি বললাম রাতের নির্মেঘ আকাশ!
গত দুই দিন আগে?
হ্যাঁ, দেখেছি নির্মেঘ আকাশ-
আর খুব উজ্জ্বল নক্ষত্রের মেলা!
আর গত রাতে,
আমি বলি হ্যাঁ,
গত রাতেও স্বপ্ন দেখেছি
না মেঘ-
না আকাশ-
না রাত-
শুধু নক্ষত্রের সারি সারি ছায়াপথ!
আমি বলি ওসব জেমস ওয়েব টেলিস্কোপের ছবি-
কোটি কোটি বছরের অতীত!
কাহ্ন হেসে বলে,
হ্যাঁ, নক্ষত্রদের অতীত আর
তোমাদের ভবিষ্যত!

অন্ধকার

সৈনিকে যোগদানের পরে
তোমার সামনে যেদিন এলাম
তুমি অপূর্ব চোখে
আমার দিকে তাকিয়ে ছিলে
আমিও
ঐ মুহূর্তে-
কত চাঁদনী রাত চলে গেল
কত যে বসন্ত গেল-
মনে নেই - তবে যেন হাজার বছরের সেই মুহূর্ত!
তুমি বলতে
আমার চোখের তারা, কালো ভ্রু,
আর মিশকালো গোঁফের সাথে
চাঁদনী রাত আর খোলা দখিনা জানালা
এবং তুমি আর আমি মিলেমিশে
সে এক বুকভরা গোলাপের নিরালা অন্ধকার!
এখন তুমি নেই।
একটি ভাঙা আয়নায় নিজেকে দেখি
চুরুটের ধোঁয়ায় মরচে পড়া সাদা গোঁফ
মাথায় আর ঝুলে পড়া চিবুকে
বুলেট আর গ্রেনেডের ক্ষত
একটা চোখ পুরো অন্ধ-
আর বুকভরা বারুদের বিভৎস অন্ধকার!

মেঘ

মেঘের রঙ এবং চলমানতায়
আমি বিস্মিত হই
যা ভাসমান বাষ্পকণা ছাড়া আর কিছু নয়।
যার গঠণে সাগর নদীনালা বৃক্ষ ও এমন কি
সকল প্রানীদেরও অবদান।
যার ভিতরে শিশির বৃষ্টি তুষার ঝড় ও বিদ্যুৎ
সবই বিদ্যমান।
এবং আমার ও তোমার
দেহ-মন বিবেচনায়
মেঘেরাও আমাদের অনুরুপ
অথবা আমরা মেঘেদের মত মননে ও দেহে!
এই ঘটমান গল্প - বৃক্ষরাও ধারণ করে
পর্বতমালা, নদী ও মরুতেও চলে
জন্ম বর্ধন ও মৃত্যুর খেলা
যা শুধু প্রবৃত্তি দ্বারা- তার
নিজস্ব নিয়ম ব্যাখ্যায় চালিত!

সুখ

সুখ নিয়ে আজ কত কথকথা।
আমিও সময় ধরে
অতীতে হেঁটেছি অনেকদূর পর্যন্ত!
একবার ছোটবেলায়
ফুটবল খেলায় হেরে গেলাম-
জিদ, হিংসা, ক্ষোভ আর হতাশার
ভয়ানক ঝড়ে আমি ভেঙে ভেঙে পড়ছিলাম
আমার প্রাজ্ঞ শিক্ষক
আমাকে বললেন এসো আমার সাথে
আমি তার পিছেপিছে
সে নিয়ে গেল বিজয়ীদলের ক্যাপ্টেনের কাছে
শিক্ষক বললেন কোলাকুলি করে
অভিনন্দন জানাও!
আমি যখন তার সাথে কোলাকুলি করলাম,
বিজয়ের আনন্দ যেন ভরে গেল,
আমার বুকের ভিতর।
আর একবার ভরা যৌবনে-
তার সাথে দেখা এক সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায়!
তার চোখে আমার চোখ লেগে গেল,
নির্ভেজাল চাহুনিতে চাঁদনীরাতে,
বসন্ত সৌরভে আমি নিমজ্জিত হয়ে গেলাম!
সারাজীবন তোমাকেই খুঁজেছি অনামিকা
যদিও কোনদিন আর হয় নি দেখা!
তবে জেনেছি - সুখ কাকে বলে!

কিছু জীবাশ্ম ফুল

কিছু জীবাস্ম ফুল, সময়ের গহ্বরে চাপা,
স্মৃতির কঙ্কাল তারা, ভেসে আসে বাতাসে,
কিছু স্বপ্নের বীজ, মাটির তলে নিঃশব্দে ঘুমিয়ে,
দিনের আলোয় যেন, হারিয়ে গেছে মায়ায় বাঁধা।

কিছু উড়ন্ত পালক, শূন্যের পথে ভাসে,
কিছু অশ্রু ঝরে, নীরবতার গোপন রাতে,
কিছু দীর্ঘশ্বাস, স্তব্ধতার ভেতর খুঁজে,
কিছু প্রেমের চিহ্ন, হারিয়ে গেছে অতীতের মাঝে।

কিছু স্মৃতি বয়ে যায়, বালুকার কণার মতো,
কিছু আশা জমে, শীতের কুয়াশার নীচে,
কিছু হাসি মিশে যায়, অজানা কোনো গানে,
কিছু ভালোবাসা রয়ে যায়, জীবাস্ম ফুলের ঘ্রাণে।

কিছু প্রশ্নের উত্তর, মেলে না কখনো,
কিছু কথা থেকে যায়, অসমাপ্ত সন্ধ্যায়,
কিছু পথের শেষে, নেই কোনো গন্তব্য,
কিছু চাওয়া রয়ে যায়, জীবাস্ম ফুলের ছায়ায়।

কিছু দিনলিপি, মুছে যায় সময়ের বুকে,
কিছু দুঃখের রং, মিশে যায় জীবনের ধুলোয়,
কিছু ফুল ঝরে পড়ে, হয়ে যায় কালের সাক্ষী,
কিছু প্রেমের কবিতা, হারিয়ে যায় জীবাস্ম ফুলের পঙ্‌ক্তিতে।